পশ্চিমবঙ্গ কলেজ শিক্ষাকর্মী ইউনিয়ন

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি

২৪৯, বি.বি.গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা - ৭০০০১২

::

সার্কুলার ২/২০২৬

****

প্রিয় সাথীবৃন্দ,

গত ২৮/০৩/২০২৬ শনিবার কমরেড মানস ভট্টাচার্য্যের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত রাজ্য সম্পাদক মন্ডলীর বর্ধিত সভা থেকে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গুলি বাস্তবায়িত করার জন্য অনুরোধ করছি।

১) সুপ্রিম কোর্টের রায় মান্যতা দিয়ে অবিলম্বে উচ্চশিক্ষা দপ্তরের পক্ষ থেকে দ্রত ম্যাচিং অর্ডার প্রকাশিত করে সকল শিক্ষাকর্মীদের মধ্যে দ্রুত বকেয়া মহার্ঘ ভাতা বিতরণের জন্য সরকারের ওপর সব রকম চাপ সৃষ্টি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

ইতিমধ্যেই রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে অ্যাডিশনাল প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি এবং ডি.পি.আইকে লিখিত ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছে।

এরপর সরাসরি ছয় জনের প্রতিনিধি শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার করবেন।

প্রতিনিধি দলে থাকবেন

১) কমরেড মূন্সী মোশারফ হোসেন

২) কমরেড রঞ্জন গুপ্ত

৩) কমরেড মানস ভট্টাচার্য

৪) কমরেড চঞ্চল দাস

৫) কমরেড গৌরব সাহা

৬) কমরেড তপন বিশ্বাস

২) ওয়েস্ট বেঙ্গল হেলথ স্কিম সংক্রান্ত বিষয়ে সম্প্রতি কলকাতা হাইকোর্টে হওয়া মামলায় পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্য সরকার স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন শুধুমাত্র রাজ্য সরকারি কর্মচারী ছাড়া রাজ্য সরকারের সাহায্যপ্রাপ্ত শ্রমিক- কর্মচারী- শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের দেওয়া সম্ভব নয়। অথচ কলেজের অধ্যাপক অধ্যাপিকারা এই স্কিম পান। একই ছাতার তলায় অধ্যাপক-অধ্যাপিকারা পাবেন, অথচ শিক্ষাকর্মীদের দেওয়া হবে না। সরকারের এই ঘোষিত দ্বিমুখী নীতির বিরুদ্ধে অবিলম্বে আইনের পথে মোকাবিলা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

সরকারের এই মনোভাবের বিরুদ্ধে রাস্তার আন্দোলনের পাশাপাশি আইনের রাস্তায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। এর জন্য যা আর্থিক দায়ভার সমস্ত জেলা কমিটিগুলি বহন করবে এই সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

৩) পরবর্তীকালে শিক্ষাকর্মীদের সার্বিক স্বার্থের সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়গুলি নিয়ে আগামী দিনে আলোচনার করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

এই বিষয়ে আগামী সোমবার ৪.৩০ মিনিটে আইনজীবীর পরামর্শ নিতে যাবেন

১) কমরেড মানস ভট্টাচার্য

২) কমরেড চঞ্চল দাস

৩) আমাদের গর্বের পত্রিকা 'আয়ুধ , ' তার স্বাভাবিক প্রকাশনা এবং আর্থিক সংকটের হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য লাস্ট যে সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল এখনো একটা বড় সংখ্যক পত্রিকা অবিক্রয় অবস্থায় রাজ্য দপ্তরের পড়ে রয়েছে । জেলা কমিটির সম্পাদক/ সভাপতিদের কাছে বিশেষভাবে অনুরোধ, আপনারা একটু বাড়তি উদ্যোগ নিয়ে রাজ্য দপ্তর থেকে পত্রিকা সংগ্রহ করে নিয়ে যাবার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করছি।

৪) আপনারা ইতিমধ্যেই অবগত হয়েছেন যে আগামী ২৩ শে এপ্রিল এবং ২৯ শে এপ্রিল দুই দফায় রাজ্য বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। এই নির্বাচন আমাদের কাছে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ লড়াই । এই নির্বাচন আগামী দিনের এই রাজ্যের অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, সংস্কৃতিক বিশেষ করে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার সর্বোপরি আমরা যে পেশার সঙ্গে যুক্ত, সেই পেশা কতখানি সুরক্ষিত থাকবে তা নির্ধারিত হবে তা নির্ভর করবে।

যে কোন মূল্যে এই স্বৈরাচারী বিভেদগামী দুর্নীতিগ্রস্ত শাসক দলকে সম্পূর্ণভাবে পরাস্ত করে বাম গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিকে জয়যুক্ত করার লক্ষ্যকে সামনে রেখে জেলা কমিটিগুলিকে ব্যাপক প্রচার জনমত গঠনের সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে হবে। দ্রুত জেলা কমিটির সভা অফলাইন বা অনলাইন করে নির্দিষ্টভাবে জেলার পরিবেশ পরিস্থিতি বিচার বিশ্লেষণ করে কর্মসূচি গ্রহণ এবং সকল কর্মীদের নির্বাচনী কর্মকান্ডে যুক্ত করে দেওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

দ্বিতীয়তঃ আঠারো বছর বয়সী নির্বাচক মন্ডলীর একটা বড় অংশ সঙ্গে আমরা সরাসরি যুক্ত থাকি । এই অংশের নির্বাচক মন্ডলীর কাছে কিভাবে বাম গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ শক্তির পক্ষে তাদের ভোট দেওয়ার আহ্বান পৌঁছে দেওয়া যায় তার পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তিকে ব্যবহারের উপর বিশেষ নজর দিতে হবে।

তৃতীয়ত জেলা কমিটি গুলিকে নিজস্ব উদ্যোগে পোস্টার লিফলেট তৈরি করে নির্বাচক মন্ডলীর কাছে পৌছাবার পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

চতুর্থতঃ বীরভূম জেলার আমাদের শিক্ষাকর্মী আন্দোলনের নেতা শেখ রেজাউল আলী মন্ডল বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। সংশ্লিষ্ট জেলা কমিটির সঙ্গে কথা বলে উক্ত বিধানসভায় কর্মসূচি পালন করার উদ্যোগ গ্রহণ করার বিষয়ে আলোচনা হয়।

পঞ্চমত: রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে বাম গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিকে জয়যুক্ত করবার আহ্বান জানিয়ে রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে তিন চার মিনিটের একটি ভিডিও বার্তা প্রকাশের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

সম্পূর্ণ পরিকল্পনা এবং রূপায়ণের দায়িত্বে থাকবেন কমরেড প্রদীপ সরকার।

ষষ্ঠত: চেষ্টা করা হবে কেন্দ্রীয়ভাবে একটি পোস্টার যদি ডিজিটালই প্রকাশ করা যায়। তার পরিকল্পনা, ভাবনায়, রূপায়ণ করার জন্য কমরেড উপানন্দ মন্ডল এবং কমরেড কৃষ্ণেন্দু গুহ কে বিষয়টি দেখার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। ওনাদের সাহায্যের দরকার হলে কেন্দ্রীয়ভাবে আমরা সকলেই সহযোগিতা করা হবে।

মোট ৮ টি জেলার থেকে নেতৃত্ব স্থানীয় কমরেডরা সভায় উপস্থিত ছিলেন। বাকি দশটি জেলা কমিটির পক্ষ থেকে কোনো নেতৃত্ব স্থানীয় কমরেডরা উপস্থিত থাকলেন না। অসুবিধার কথা জানালেন না

শুধুমাত্র পুরুলিয়া জেলা কমিটির সম্পাদক সঞ্জয় মুখার্জি তার ব্যক্তিগত অসুবিধা থাকার জন্য সভায় উপস্থিত থাকতে পারবেন না বলে জানিয়েছিলেন।

সভায় উপস্থিতি:

১) কমরেড মুন্সী মোশারফ হোসেন

২) কমরেড পিন্টু চক্রবর্তী

৩ কমরেড রঞ্জন গুপ্ত

৪) কমরেড বৃন্দাবন রইদাস

৫) কমরেড মানস ভট্টাচার্য্য

৬) কমরেড চঞ্চল দাস

৭) কমরেড উপানন্দ মণ্ডল

৮) কমরেড দীপক সিনহা

৯) কমরেড সোমনাথ চন্দ

১০) কমরেড গৌরব সাহা

১১) কমরেড সুব্রত চক্রবর্ত্তী

১২) কমরেড তপন বিশ্বাস

১৩) কমরেড আবু বক্কার

১৪) কমরেড গৌরাঙ্গ সীল

১৫) কমরেড উৎপল সাহা

১৬) কমরেড সুরজিৎ দাশগুপ্ত

১৭) কমরূড প্রদীপ সরকার

১৮) কমরেড সন্দীপ চরণ

১৯) কমরেড রবীন দাস

২০) কমরেড নীলকমল সাহা

অভিনন্দন সহ

সুব্রত চক্রবর্তী

সাধারণ সম্পাদক